রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, নভেম্বর ১৬, ২০১৫

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০২ অগ্রহায়ণ, ১৪২২ মোতাবেক ১৬ নভেম্বর, ২০১৫

নিম্নলিখিত বিলটি ০২ অগ্রহায়ণ, ১৪২২ মোতাবেক ১৬ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে:—

বা. জা. স. বিল নং ৩৫/২০১৫

The Surplus Public Servants Absorption Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXIV of 1985) রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত বিল

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪নং আইন), অতঃপর পঞ্চদশ সংশোধনী বলিয়া উল্লিখিত, দ্বারা সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) বিলুপ্তির ফলশ্রুতিতে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহ, অতঃপর "উক্ত অধ্যাদেশসমূহ" বলিয়া উল্লিখিত, অনুমোদন ও সমর্থন (ratification and confirmation) সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু সিভিল আপীল নং ৪৮/২০১১ এ কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারি সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ার ফলশ্রুতিতেও উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহ ও উহাদের অধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, ইত্যাদি প্রজাতন্ত্রের কর্মের ধারাবাহিকতা, আইনের শাসন, জনগণের অর্জিত অধিকার সংরক্ষণ এবং বহাল ও অক্ষুণ্ন রাখিবার নিমিত্ত, জনস্বার্থে, অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা প্রদান আবশ্যক; এবং

যেহেতু দীর্ঘসময় পূর্বে জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক যথানিয়মে নূতন আইন প্রণয়ন করা সময় সাপেক্ষ; এবং

যেহেতু পঞ্চদশ সংশোধনী এবং সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগের প্রদত্ত রায়ের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট আইনী শূন্যতা সমাধানকল্পে সংসদ অধিবেশনে না থাকাবস্থায় আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হওয়ায় তিনি ২১ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে ২০১৩ সনের ২নং অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করেন; এবং

যেহেতু সংবিধানের ৯৩(২) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা পূরণকল্পে উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখিবার স্বার্থে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৭নং আইন) প্রণীত হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া যে সকল অধ্যাদেশ আবশ্যক বিবেচিত হইবে সেইগুলি সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে নূতন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করিবার জন্য সরকারের সিদ্ধান্ত রহিয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে The Surplus Public Servants Absorption Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXIV of 1985) এর বিষয়বস্তু বিবেচনাক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক নূতন আইন প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজন;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন উদ্বৃত্ত সরকারি কর্মচারি আত্তীকরণ আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(১) "উদ্বৃত সরকারি কর্মচারি" অর্থ একজন সরকারি কর্মচারি যাহার পদ প্রশাসনিক পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক বিলুপ্ত করা হইয়াছে অথবা যে সকল কর্মচারির আত্তীকরণের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করিয়াছে;

(২) "ক্যাডার পদ" অর্থ Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 এর Schedule 1 এ বর্ণিত পদ;

(৩) "সরকারি কর্মচারি" অর্থ প্রজাতন্ত্র বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকরিতে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি, তবে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ সরকারি কর্মচারি হিসাবে গণ্য হইবেন না—

(ক) প্রতিরক্ষা কর্ম-বিভাগের কোন সদস্য;

(খ) কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে অস্থায়ী মেয়াদে গঠিত কমিশন, কমিটি বা বোর্ডে নিয়োজিত ব্যক্তি;

(গ) কন্টিনজেন্ট অথবা ওয়ার্ক-চার্জড কর্মচারি;

(ঘ) কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে অস্থায়ী মেয়াদে গঠিত প্রকল্পে নিয়োজিত ব্যক্তি; অথবা

(ঙ) নির্দিষ্ট মেয়াদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত ব্যক্তিগণ;

(৪) "পদ" অর্থ প্রজাতন্ত্র বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকরির বেসামরিক পদ, এবং ক্যাডার পদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫) "স্থানীয় কর্তৃপক্ষ" অর্থে কোন আইনের দ্বারা বা আইনের অধীন গঠিত বা প্রতিষ্ঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ, এবং সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোন দলিল, চুক্তি, অঙ্গিকারনামা, সমঝোতাপত্র বা চাকরির শর্তাদিতে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন এবং তদ্‌ধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ প্রাধান্য পাইবে।

৪। **কতিপয় সংবাদপত্রের কর্মচারিগণকে উদ্বৃত্ত সরকারি কর্মচারি হিসাবে গণ্যকরণ**।—এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, Newspaper (Annulment of Declaration) Act, 1975 (XLII of 1975) এর অধীন কতিপয় সংবাদপত্রের যে সকল কর্মচারির চাকরি বিলুপ্ত হইয়াছে এবং যাহাদের আত্তীকরণের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করিয়াছে সেই সকল কর্মচারিগণ, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি কর্মচারি হিসাবে গণ্য হইবেন।

৫। **উদ্বৃত্ত সরকারি কর্মচারিগণের আত্তীকরণ**।—(১) কোন উদ্বৃত্ত সরকারি কর্মচারিকে, যতদূর সম্ভব, উদ্বৃত্ত হইবার অব্যবহিত পূর্বের স্কেলের সমস্কেলভুক্ত পদে আত্তীকরণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন উদ্বৃত্ত সরকারি কর্মচারিকে সমস্কেলভুক্ত কোন পদে আত্তীকরণ সম্ভব না হইলে, উদ্বৃত্ত সরকারি কর্মচারিকে নিম্নস্কেলভুক্ত পদের প্রস্তাব দেওয়া যাইবে; এবং তিনি যদি উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ না করেন তাহা হইলে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের তারিখ অথবা প্রস্তাব প্রাপ্তির ত্রিশ দিন পর, ইহার মধ্যে যাহা পূর্বে ঘটিবে, ঐ তারিখ হইতে তিনি চাকরি হইতে অবসরপ্রাপ্ত মর্মে গণ্য হইবেন।

(২) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত না হইলে কোন উদ্বৃত্ত সরকারি-কর্মচারিকে কোন পদে আত্তীকরণ করা যাইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে কোন উদ্বৃত্ত সরকারি কর্মচারিকে তাহার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন কোন অফিসে আত্তীকরণের জন্য ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

(৩) উপধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন উদ্বৃত্ত সরকারি কর্মচারিকে কোনরূপ পরীক্ষা বা যাচাইয়ে অংশগ্রহণ করিতে হইবে না অথবা কোন নির্দিষ্ট যোগ্যতা বা চাকরির মেয়াদ বা কোন নির্দিষ্ট বয়সসীমারও প্রয়োজন হইবে না।

(৪) উপধারা (১) এর অধীনে কোন সরকারি কর্মচারিকে কোন পদে একবার আত্তীকরণ করা হইলে উহা চূড়ান্ত মর্মে গণ্য হইবে এবং তিনি অন্য কোন পদে পুনঃআত্তীকরণের অধিকারী হইবেন না।

৬। **জ্যেষ্ঠতা, বেতন ও পেনশন ইত্যাদি নির্ধারণ**।—সরকার কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত বিধানাবলী দ্বারা আত্তীকৃত সরকারি কর্মচারিদের জ্যেষ্ঠতা, বেতন ও পেনশন ইত্যাদি নির্ধারিত হইবে।

৭। **কতিপয় আইনের প্রয়োগ**।—এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন পদে আত্তীকৃত কোন সরকারি কর্মচারি আত্তীকৃত পদের জন্য প্রযোজ্য সকল আইন, বিধি এবং প্রবিধান দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

৮। **নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষমতা**।—সরকার, আদেশ দ্বারা, উক্ত আদেশে নির্দিষ্টকৃত মেয়াদে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরকারি কর্মচারি নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে।

৯। **বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের অপ্রয়োজনীয়তা**।—এই আইনের অধীন কোন সরকারি কর্মচারিকে আত্তীকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সহিত পরামর্শের প্রয়োজন হইবে না।

১০। **আদালতের এখতিয়ারের বিষয়ে বাধা-নিষেধ, ইত্যাদি**।—কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কোন কর্তৃপক্ষের নিকট এই আইনের অধীন কৃত কোন কাজ বা জারীকৃত কোন আদেশের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না এবং সরকার বা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির বিধানের অধীন কোন কিছু করা বা করার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোন মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

১১। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১২। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) The Surplus Public Servants Absorption Ordinance, 1985 (Ordinance No XXIV of 1985) অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও,—

(ক) উক্ত Ordinance এর অধীন কৃত কোন কাজ-কর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) এই আইন প্রবর্তনের তারিখে উক্ত Ordinance এর অধীন গৃহীত কোন কার্য বা ব্যবস্থা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে বা চলমান থাকিবে যেন উক্ত Ordinance রহিত করা হয় নাই।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

The Surplus Public Servants Absorption Ordinance, 1985 গত ২০ মে, ১৯৮৫ তারিখে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৭নং আইন) প্রণীত হইয়াছে এবং যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে নতুন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করিবার জন্য সরকারি সিদ্ধান্ত হইয়াছে। তৎপ্রেক্ষিতে The Surplus Public Servants Absorption Ordinance, 1985 টি বাংলা ভাষায় "উদ্বৃত্ত সরকারি কর্মচারি আত্তীকরণ আইন, ২০১৫" প্রণয়ন করা হয়। আলোচ্য অধ্যাদেশটি আইনে পরিণত করা প্রয়োজন। অধ্যাদেশটি আইনে পরিণত করার জন্য এই বিলটি উপস্থাপন করা হইল।

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

মোঃ আশরাফুল মকবুল
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
ড. মহিউদ্দীন আহমেদ (উপসচিব), উপপরিচালকের দায়িত্বে, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd